দশেে বাড়ছে সাক্ষরতার হার, যা এখন প্রায় ৭৫ শতাংশ। এটা অবশ্যই একটি গির্বে বষিয়। কনি্তু সইে সঙ্গে বাড়ছে বকোরত্বরে হারও। ছটে্ট স্বাধীন এই দশেরে কয়কেটি সমস্যার মধ্যে অন্যতম একটা সমস্যা হলো বকোরত্ব। বাংলাদশেরে মটে জনসংখ্যার এক-ত্তীয়াংশই তরুণ। এ দশেরে কর্মসংস্থানওে তারুণ্যরে ভ‚মকিা রয়ছেে অসামান্য। কনি্তু তাও ক্রমইে বড়েে যাচ্ছে বকোররে সংখ্যা। ১০ বছর আগে এদশেে প্রায় ১২ লাখ মানুষ বকোর ছলি। কনি্তু বর্তমান দ্বগিুণ হয়ে বকোর জনসংখ্যা দাঁড়য়িছেে প্রায় ২৭ লাখে। এদশেরে শকি্ষতি জনগোষ্ঠীর কর্মপক্ষে ৭০%-এর হাতে প্রত্যাশতি পশো বা ব্তত্তনিইে। দনি দনি এ অবস্থা আরও চরম আকার ধারণ করছে। বর্তমানে সমস্যা এত প্রকট হয়ে দাঁড়য়িছেে যে এশয়িা মহাদশেরে মধ্যে আমাদরে দশে দ্বতীয় স্থানে। ফারসি উপসর্গ ‘বে’ আবার ফারসি শব্দ ‘কার’ যুক্ত হয়ে ‘বকোর' শব্দটি তৈরি হয়ছেে। ‘বে’ অর্থ হীন আর কার অর্থ কর্ম, অর্থাৎ বকোর অর্থ কর্মহীন। অর্থনীতরি পরভিাষায় সইে বকোর, যে কাজ করার যোগ্যতা ও ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কর্মসংস্থান বা কাজরে সুযোগ পায় না। দশেে বকোর সমস্যার মূল কারণ হলো জনসংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে পর্যাপ্ত চাকরদিাতা কংিবা শল্পি-প্রতষ্ঠিানরে অভাব। এই বকোরত্ব যকেোনো দশেরে জন্য অভশিাপ স্বরূপ। আর সে দশে যদি হয় উন্নয়নশীল তাহলে তার প্রভাব হয় অতি ভয়ংকর। দশেরে যুব সমাজরে বড় একটি অংশ বকোর। এর মধ্যে শকি্ষতি বকোর বশেি। দীর্ঘ দনি বকোর থাকার ফলে তার ভতির হতাশার সৃষ্টি হয়। আর কড়ে কড়ে এই হতাশা থকেে বরে হতে গয়িে ভুল পদক্ষপে নয়িে ফলেে। অনকেে নজিকেে অসামাজকি ও খারাপ কাজে জড়য়িে ফলেে। ফলে সমাজে বশি্ঙখলা ও অন্যায় বড়েে যায়। তাই বকোরত্ব যোচাতে এখনি সময় এগয়িে আসার। এ দশেে কর্মমুখী শকি্ষার খুব অভাব। কর্মমুখী শকি্ষা বাস্তবায়ন করতে হবে। কলজে, বশি্ববদ্যালয়ে কর্মসংস্থান পদ অনুযায়ী ভর্তি করাতে হবে। কার্যকরী শকি্ষা দতিে হবে। সরকারকে যুবকদরে যোগ্যতা সৃষ্টরি লক্ষ্যে পর্যাপ্ত শকি্ষণরে ব্যবস্থা করতে হবে। দশেে শল্পি-কলকারখানা স্থাপন করে বদিশেি বনিয়িোগ বৃদ্ধি করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে। বজ্ঞিান ও প্রযুক্তি শকি্ষার ওপর অধকি গুরুত্ব দতিে হবে। বড়, মাঝারি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শল্পি কারখানা গড়ে তুলে দক্ষ, অদক্ষ তরুণ-তরুণীদরে সখোনে কাজে লাগাতে হবে। যুবকদরে চাকরির মানসকিতা পরহিার করে আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজরে প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে হবে। দশেে ক্ষবি্যবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। লক্ষ লক্ষ বাংলাদশেি শ্রমকি বদিশেে কর্মরত থকেে প্রচুর বদৈশেকি মুদ্রা বা রমেটিনে্স পাঠাচ্ছে। সুষ্ঠু পরকিল্পনা ও উদ্যোগ গ্রহণ করা গলেে এক্ষত্রে আরও অধকি সংখ্যক মানুষরে কর্মসংস্থানরে সুযোগ তরৈি করা সম্ভব। বকোরত্ব বাংলাদশেরে আর্থ-সামাজকি উন্নতরি পথে সবচয়েে বড়ো বাধা। তাই যুবসমাজকে বকোরত্ব থকেে অভশিাপ ও অপবাদ ঘোচাতে হলে ও জাতরি কাণ্ডারি হসিবে নামাতে হলে সরকারকে যমেন এগয়িে আসতে হবে, তমেনি জনগণকওে সমবতে প্রচষেষ্টা চালাতে হবে। তা হলইে এই সমস্যা থকেে মুক্তি পাওয়া যাবে।